জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৪

১ম বর্ষ স্নাতক (পাস) শ্রেণীর ভর্তি নির্দেশিকা

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ

(২০১১/২০১২/২০১৩ সালের মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০১৩/২০১৪/২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য)

ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট

(www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd)

তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস) কোর্সসমূহ

- ▶ ব্যাচেলর অব আর্টস [বি এ (পাস)]
- ▶ ব্যাচেলর অব সায়েন্স [বি এস সি (পাস)]
- ▶ ব্যাচেলর অব মিউজিক [বি মিউজ (পাস)]
- ▶ ব্যাচেলর অব সোস্যাল সায়েন্স [বি এস এস (পাস)]
- ▶ ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ [বি বি এস (পাস)]
- ▶ ব্যাচেলর অব স্পোর্টস [বি স্পোর্টস (পাস)]

সাধারণ নির্দেশনা

- ▶ ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট website (www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd) এ ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ▶ ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের সচিত্র ব্যবহার বিধি জানতে www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd এই লিংকে গিয়ে Degree Pass Admission Guide Line এ ক্লিক করতে হবে।
- ▶ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (পাস) শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রমে প্রাথমিকভাবে আবেদনকারী প্রার্থীদের শুধুমাত্র SSC ও HSC পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে। এই শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারী প্রার্থীদের কোন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে না।
- ▶ ভর্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি ও ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট website www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd এর মাধ্যমে জানা যাবে। SMS (nu<space>atdg<space>roll no টাইপ করে 16222 নাম্বারে send করতে হবে) এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ভর্তির ফলাফল জানা যাবে।
- ▶ প্রাথমিক আবেদন ফরমে শিক্ষার্থীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন ফরম/ ভর্তি বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ▶ এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন ধারা/নিয়মাবলীর সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ▶ একই শিক্ষাবর্ষে কোন শিক্ষার্থী দ্বৈত ভর্তি হলে তা বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে বিজ্ঞান/মানবিক/ ব্যবসায় প্রশাসন শাখায় ভর্তির সাধারণ শর্তাবলী

ক্রমিক নং	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম	পাশের সন	শিক্ষা বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়	সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা
ক।	**এস.এস.সি./সমমান (সকল শাখা)**	**২০১১/২০১২/২০১৩**	**বাংলাদেশ-এ স্বীকৃত যে কোন শিক্ষা বোর্ড/ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**	**উত্তীর্ণ**
খ।	**এইচ.এস.সি./সমমান (সকল শাখা)**	**২০১৩/২০১৪/২০১৫**		
গ।	**১। এইচ.এস.সি.**(ভোকেশনাল) **২। এইচ.এস.সি.(বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট)** **৩। ডিপ্লোমা-ইন- কমার্স** **৪। ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং**	**২০১৩/২০১৪/২০১৫**	**বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড**	

► এস.এস.সি./সমমানের পরীক্ষা সনদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বয়স **৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ২৪ (চব্বিশ) বছরের মধ্যে থাকতে হবে**।

► ২০১১/২০১২/২০১৩ সালের **O-Level** পরীক্ষায় কমপক্ষে **তিনটি বিষয়ে উত্তীর্ণ এবং ২০১৩/২০১৪/২০১৫ সালের A-Level পরীক্ষায় অন্তত ০২ (দুই) টি বিষয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এই ভর্তি কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে।** এ সকল প্রার্থী ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংগে সরাসরি যোগাযোগ করবে।

► বিদেশী সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে **বাংলাদেশ-এ স্বীকৃত যে কোন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক** তাদের অর্জিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নম্বর পত্রের সমতা নিরূপণ করা হলে তারাও ভর্তির প্রাথমিক আবেদন করতে পারবে। এ সকল প্রার্থী ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংগে সরাসরি যোগাযোগ করবে।

২। স্নাতক (পাস) কোর্সে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ

ভর্তিচ্ছু কোর্সসমূহ	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ	উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আসন বণ্টন (শতকরা হারে)
ক) **বিএ (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**নিম্নে প্রদত্ত গুচ্ছসমূহের যে কোন তিনটি গুচ্ছ থেকে একটি করে মোট ০৩ (তিনটি) বিষয় নির্বাচন করতে হবে। কোন গুচ্ছ থেকে একাধিক বিষয় নির্বাচন করা যাবে না।** **ক গুচ্ছ**- বাংলা(ঐচ্ছিক)/ইংরেজি(ঐচ্ছিক)/ সংস্কৃত/আরবী/পালি **খ গুচ্ছ**- ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি **গ গুচ্ছ**- গার্হস্থ্য অর্থনীতি/দর্শন/ভূগোল ও পরিবেশ/ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান **ঘ গুচ্ছ**- অর্থনীতি/ সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম/ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **ঙ গুচ্ছ**- মনোবিজ্ঞান/ইসলামী শিক্ষা/ গণিত/পরিসংখ্যান	মানবিক শাখা ⟶ ৬০ % বিজ্ঞান শাখা ⟶ ২০ % ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ⟶ ২০ % **(সর্বশেষ মেধা তালিকা দেয়ার পরও যদি কোন শাখার সংরক্ষিত আসন পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে অন্য শাখা থেকে মেধার ভিত্তিতে তা পূরণ করা হবে)**
ভর্তিচ্ছু কোর্সসমূহ	**আবশ্যিক বিষয়সমূহ**	**নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ**	**উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আসন বণ্টন (শতকরা হারে)**

খ) **বি এস এস (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**ক গুচ্ছ থেকে ০২ (দুই) টি এবং খ গুচ্ছ থেকে ০১ (একটি) করে মোট ০৩ (তিনটি) বিষয় নির্বাচন করতে হবে।** **ক গুচ্ছ**- অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম **খ গুচ্ছ**- মনোবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি/ ইসলামী শিক্ষা//দর্শন/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি/ বাংলা(ঐচ্ছিক)/ইংরেজি(ঐচ্ছিক)/সংস্কৃত/ আরবী/পালি	মানবিক শাখা → ৬০ % বিজ্ঞান শাখা → ২০ % ব্যবসায় শিক্ষা শাখা → ২০ % **(সর্বশেষ মেধা তালিকা দেয়ার পরও যদি কোন শাখার সংরক্ষিত আসন পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে অন্য শাখা থেকে মেধার ভিত্তিতে তা পূরণ করা হবে)**
গ) **বি এস সি (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**ক গুচ্ছ থেকে ০২ (দুই) টি এবং খ গুচ্ছ থেকে ০১ (একটি) অথবা গ গুচ্ছ থেকে ০২ (দুই) টি ও ঘ গুচ্ছ থেকে ০১ (একটি) করে মোট তিনটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।** **নির্বাচিত বিষয়সমূহ উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় পঠিত হিসাবে থাকতে হবে। তবে মৃত্তিকাবিজ্ঞান/ প্রাণ রসায়ন/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্তটি শিথিলযোগ্য।** **ক গুচ্ছ- পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত** **খ গুচ্ছ**- রসায়ন/**ভূগোল ও পরিবেশ/কম্পিউটার সায়েন্স/মনোবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান/ মৃত্তিকা বিজ্ঞান/প্রাণ রসায়ন/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/ উদ্ভিদবিজ্ঞান /প্রাণীবিজ্ঞান** **গ গুচ্ছ- উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান** **ঘ গুচ্ছ**- রসায়ন/**ভূগোল ও পরিবেশ/কম্পিউটার সায়েন্স/মনোবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান/ মৃত্তিকা বিজ্ঞান/প্রাণ রসায়ন/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/গণিত/পদার্থবিজ্ঞান**	বিজ্ঞান শাখা → ১০০%
ঘ) **বি বি এস (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**ক গুচ্ছ থেকে ০২ (দুই) টি এবং খ গুচ্ছ থেকে ০১ (এক) টি করে মোট ০৩ (তিনটি) বিষয় নির্বাচন করতে হবে।** **ক গুচ্ছ**- হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা **খ গুচ্ছ**- ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং/ মার্কেটিং/ অর্থনীতি/পরিসংখ্যান/কম্পিউটার সায়েন্স	মানবিক শাখা → ১০ % বিজ্ঞান শাখা → ২০ % ব্যবসায় শিক্ষা শাখা → ৭০ % **(সর্বশেষ মেধা তালিকা দেয়ার পরও যদি কোন শাখার সংরক্ষিত আসন পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে অন্য শাখা থেকে মেধার ভিত্তিতে তা পূরণ করা হবে)**
ঙ) **বি স্পোর্টস (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**ক গুচ্ছ -বি এ (পাস)/ বি এস সি (পাস) কোর্সের নৈর্বাচনিক গুচ্ছ থেকে যে কোন দু'টি বিষয়** **খ গুচ্ছ - ক্রীড়া বিজ্ঞান- ১ম পত্র** **গ গুচ্ছ - নিম্নের যে কোন একটি বিষয়** **i) হকি ii) ক্রিকেট iii) ফুটবল iv) সুটিং v) জিমন্যাস্টিক্স vi) বক্সিং vii) টেনিস viii) সাঁতার ix)** এ্যাথলেটিক্স x) বাস্কেটবল	**উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য মেধাস্কোরের ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে।** **** উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ক্রীড়া থাকতে হবে।**
চ) **বি মিউজিক (পাস)**	১) স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১ম বর্ষ) ২) ইংরেজি (২য় বর্ষ) ৩) বাংলা জাতীয় ভাষা (৩য় বর্ষ)	**ক গুচ্ছ - দু'টি বিষয় সঙ্গীত (আবশ্যিক)** **খ গুচ্ছ - নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পত্র।** **i) ইতিহাস ii) অর্থনীতি iii) রাষ্ট্রবিজ্ঞান iv) দর্শন v) সমাজবিজ্ঞান vi) মনোবিজ্ঞান**	**উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য মেধাস্কোরের ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে।** **** উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে সঙ্গীত থাকতে হবে।**

৩। Online এ প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ ও করণীয়

ফরম পূরণের ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন (Login)	আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট (**www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd)** website Degree Pass Tab-এ গিয়ে Apply Now (Degree Pass) অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং website-এ প্রদর্শিত তথ্য ছকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের সন সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।
সঠিক লিঙ্গ (Gender) নির্ধারণ	এ পর্যায়ে অনলাইনে আবেদনকারীর শিক্ষা বোর্ডে সংরক্ষিত ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী Male/Female প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারীর তথ্য ছকে Male এর স্থলে Female বা Female এর স্থলে Male প্রদর্শিত হলে Click to Change অপশনে গিয়ে সঠিক তথ্যটি দিতে হবে।
কলেজ পছন্দ	আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ ও জেলাওয়ারী যে কোন কলেজের নাম **Select** করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতক (পাস) শ্রেণীর অধিভুক্ত কোর্সসমূহের নাম ও আসন সংখ্যা দেখতে পাবে।
বিষয় পছন্দক্রম	website-এর তথ্য ছকে পছন্দ অনুযায়ী একটি কলেজ Select করলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কলেজে তার ভর্তি যোগ্য (Eligible) কোর্সের তালিকা দেখতে পাবে এবং এই তালিকা থেকে প্রার্থী সর্তকতার সংগে তার প্রার্থিত কোর্সের পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে হবে। এই পছন্দক্রমের উর্ধ্বক্রম অনুসারে মেধার ভিত্তিতে কোর্স বরাদ্দ দেয়া হবে।
কোটা	মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ আদিবাসি/ প্রতিবন্ধী/পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা **Select** করতে হবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে। একজন প্রার্থী এক বা একাধিক কোটায় যোগ্য হলে কোটার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে দিতে হবে।
ছবি সংযোজন	আবেদনপত্র পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট আকারে সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি **Scan** করে আপলোড করতে হবে। ছবির মাপ ১২০×১৫০ pixels, Image Type: jpg এবং maximum file size:50Kb হতে হবে।
ফরম চূড়ান্তকরণ	সঠিক তথ্য ও ছবিসহ ছক পূরণ করে প্রথমে ফরমটি **Submit Application** অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীর রোল নম্বর ও পিন কোড প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারীকে ফরমটি ডাউনলোড করে [**A4** (8.5"×11") অফসেট সাদা কাগজে] প্রিন্ট (Print) নিতে হবে।
আবেদন ফরম বাতিলকরণ/ত্রুটিপূর্ণ ছবি পরিবর্তন	আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কলেজে জমাদানের পূর্বে কোন শিক্ষার্থী তার **প্রাথমিক আবেদন ফরমটি বাতিল/ত্রুটিপূর্ণ ছবি পরিবর্তন** করতে ইচ্ছুক হলে তাকে Applicant's Login (Degree Pass) অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীকে Form Cancel/Photo Change Option এ গিয়ে **Click to Generate OTP** অপশনটি ক্লিক করতে হবে। এ সময়ে শিক্ষার্থী তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে One Time Password (OTP) পাবে। এই OTP এন্ট্রি দিয়ে প্রার্থী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে আবেদনকারীকে তার ব্যক্তিগত সঠিক মোবাইল নম্বর সর্তকতার সংগে আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে। তবে কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করার তা আর বাতিল করা যাবে না। **প্রার্থী ছবি পরিবর্তনের সুযোগ মাত্র একবারই পাবে।**
সংশ্লিষ্ট কলেজে ফরম জমা ও ফি প্রদান	আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা প্রাথমিক আবেদন ফরমটির নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করতে হবে। এই আবেদন ফরমের সংগে প্রার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি ও প্রাথমিক আবেদন **ফি বাবদ ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা** সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফরমটির দ্বিতীয় অংশ সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীলসহ প্রার্থীকে ফেরত দিবে। কলেজ যে সকল প্রাথমিক আবেদন ফরম online-এ নিশ্চয়ন করবে সে সকল প্রার্থী তাদের মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে তা জানতে পারবে।

৪। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসি/প্রতিবন্ধী (*সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে*) কোটা সম্পর্কিত তথ্য ও সংরক্ষিত আসন

কোটার প্রকৃতি	সংশ্লিষ্ট কলেজে অধিভুক্ত একটি কোর্সে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি আসন কোটার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিষয়ভিত্তিক আসন বণ্টন	কোটার বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি আসনের শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি কলেজে কোটার আসন সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ) টির অধিক হবে না। কলেজভিত্তিক আসন বণ্টন	কোটায় আবেদন করার শর্ত
মুক্তিযোদ্ধার সন্তান	০৩ টি	১৫ টি	সংশ্লিষ্ট কোটার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদ পত্র থাকতে হবে।
আদিবাসি	০১ টি	০৭ টি	
প্রতিবন্ধী	০১ টি	০৩ টি	
মোট	০৫ টি	২৫ টি	

৫। পোষ্য (Ward) কোটায় ভর্তি

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান/সন্তানাদি পোষ্য কোটায় আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় আবেদনকারীকে পোষ্যের প্রমাণ পত্রের সংগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতর থেকেও পোষ্য হিসাবে প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। পোষ্য কোটায় আবেদনের জন্য প্রার্থীকে ভর্তি নির্দেশিকার সকল শর্তপূরণ করতে হবে। একটি কলেজে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) জন আবেদনকারী মেধাভিত্তিতে পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে পারবে এবং এ আসন অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে ।

৬।ফলাফল ও মেধা তালিকা

ক) প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করে প্রার্থীদের পছন্দক্রমের উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১ম বর্ষ স্নাতক (পাস) শ্রেণীর কোর্স বরাদ্দ দেয়া হবে।

খ) একই প্রতিষ্ঠান/কলেজে একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর প্রাপ্ত ফলাফল একই হলে সেক্ষেত্রে এ সকল আবেদনকারীর পর্যায়ক্রমে i) ৪র্থ বিষয়সহ SSC ও HSC পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর যথাক্রমে ৪০% ও ৬০% ii) প্রয়োজন হলে SSC ও HSC পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বরের যথাক্রমে ৪০% ও ৬০% iii) এর পরেও যদি দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর প্রাপ্ত ফলাফল একই হয়, তা হলে তাদের বয়সের নিম্নক্রম অনুসারে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

গ) ভর্তির ফলাফল পর্যায়ক্রমে প্রথম মেধা তালিকা, শূন্য আসন সাপেক্ষে দ্বিতীয় মেধা তালিকা, কোটা এবং রিলিজ স্লিপের (প্রয়োজনে একাধিক বার) মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কলেজ User ID, Password ও OTP ব্যবহার করে ভর্তির বিষয়ওয়ারী ফলাফল দেখতে পারবে। শিক্ষার্থীরা ভর্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট (www.nu.edu.bd/admissions অথবা admissions.nu.edu.bd) এবং SMS (nu<space>atdg<space>roll no টাইপ করে 16222 নম্বরে send করতে হবে) এর মাধ্যমে অথবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে ফলাফল জানতে পারবে।

৭। ভর্তি কার্যক্রমে মেধাক্রম প্রণয়ন পদ্ধতি

ধাপ-ক

রোল নং	SSC জিপিএ	HSC জিপিএ	মোট= SSC জিপিএ (৪০%) + HSC জিপিএ (৬০%)	মেধাক্রম
১১১	৫	৫	২+৩=৫	১
১১২	৫	৪.৮	২+২.৮৮=৪.৮৮	২

ধাপ-খ

রোল নং	SSC জিপিএ	HSC জিপিএ	মোট= SSC জিপিএ (৪০%) + HSC জিপিএ (৬০%)	SSC প্রাপ্ত নম্বর	HSC প্রাপ্ত নম্বর	মোট= SSC তে প্রাপ্ত নম্বরের এর ৪০% + HSCতে প্রাপ্ত নম্বরের ৬০%	মেধাক্রম
১১১	৫	৫	২+৩=৫	৮২০	৮৬০	৩২৮+৫১৬=৮৪৪	১
১১২	৫	৫	২+৩=৫	৮২০	৮১০	৩২৮+৪৮৬=৮১৪	২

ধাপ-গ

রোল নং	SSC জিপিএ	HSC জিপিএ	মোট= **SSC** জিপিএ (৪০%) + HSC জিপিএ (৬০%)	SSC প্রাপ্ত নম্বর	HSC প্রাপ্ত নম্বর	মোট= **SSC তে প্রাপ্ত** নম্বরের **এর** ৪০%+ HSC তে **প্রাপ্ত** নম্বরের ৬০%	প্রার্থীর বয়স	মেধাক্রম
১১১	৫	৫	২+৩=৫	৮২০	৮৬০	৩২৮+৫১৬=৮৪৪	১৮ বছর	১
১১২	৫	৫	২+৩=৫	৮২০	৮৬০	৩২৮+৫১৬=৮৪৪	১৮ বছর ২ মাস	২

৮। মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

ফরম পূরণের ধাপসমূহ	**করণীয়**
লগইন (Login)	মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে Applicant's Login (Degree Pass) অপশনে গিয়ে সঠিক রোল নম্বর ও পিন কোড এন্ট্রি দিয়ে Login করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম, বরাদ্দকৃত বিষয়, সংশ্লিষ্ট কলেজের নাম ও অন্যান্য তথ্যসহ ভর্তির আবেদন ফরম **website**-এ প্রদর্শিত হবে।
কোর্স পরিবর্তনের আবেদন	মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত কোন প্রার্থী তার কোর্স পরিবর্তন করতে চাইলে আবেদন ফরমের কোর্স পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিতে হবে।
আবেদন ফরমের প্রিন্ট	**সঠিক তথ্যসহকারে ভর্তির আবেদন ফরমটি Submit Application** অপশনে ক্লিক করলে **একটি চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম website এ দেখা যাবে। উক্ত ফরমটির দুই কপি A4** (8.5"×11") অফসেট কাগজে প্রিন্ট নিতে হবে। পরবর্তীতে রোল নম্বর ও পিন কোড দিয়ে একাধিকবার ফরমটি প্রিন্ট নেয়া যাবে।
সংশ্লিষ্ট কলেজে ফরম জমা	আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা ভর্তি ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করতে হবে। এই আবেদন ফরমের সংগে আবেদনকারীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি ও চূড়ান্ত ভর্তি ফি সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরমের একটি কপি অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীলসহ কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে ফেরত দিবে ।
কোর্স পরিবর্তনের ফলাফল ও করণীয়	সংশ্লিষ্ট কলেজে বিষয়ভিত্তিক আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ও মেধা স্কোরের ভিত্তিতে প্রার্থীকে তার পছন্দক্রমের উর্ধ্বক্রমে কোর্স পরিবর্তন করা হবে এবং ভর্তি সংশ্লিষ্ট website/SMS এর মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীকে জানানো হবে। শিক্ষার্থীর কোর্স পরিবর্তন হলে নির্দিষ্ট website- থেকে একই প্রক্রিয়ায় কোর্স পরিবর্তনের ফরম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, কোন শিক্ষার্থীর কোর্স পরিবর্তন হলে তার পূর্বের কোর্সের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং পরিবর্তীত বিষয়ে তার ভর্তি নিশ্চিত হবে। তবে কোন শিক্ষার্থীর কোর্স পরিবর্তন না হলে তার পূর্বের কোর্সে ভর্তি বহাল থাকবে । ► কোর্স পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোন ফি প্রদান করতে হবে না।
কোটার ফলাফল	রিলিজ স্লিপের ফরম পূরণের পূর্বে কোটার মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে ভর্তি হয়েছে এবং একই সংগে কোটায় নতুন কোর্স বরাদ্দ পেয়েছে সে সকল শিক্ষার্থী কোটায় বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হতে চাইলে তাদের পূর্বের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।
ভর্তি নিশ্চয়ন	সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক Online-এ মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ভর্তি/কোর্স পরিবর্তন নিশ্চয়ন করা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীকে SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থী অনলাইনে Login করেও তা জানতে পারবে।

৯। রিলিজ স্লিপে আবেদন করার শর্তাবলী ও ফরম পূরণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

যে সকল প্রার্থী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না, ভর্তি বাতিল করবে অথবা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত কোর্সে ভর্তি হবে না, সে সকল প্রার্থী পাঁচটি কলেজে আলাদাভাবে কোর্স পছন্দ নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে পারবে।

রিলিজ স্লিপের ধাপসমূহ	**করণীয়**
লগইন (Login)	**রিলিজ স্লিপে আবেদনের জন্য** শিক্ষার্থীকে Applicant's Login (Degree Pass) অপশনে গিয়ে সঠিক রোল নম্বর ও পিন কোড এন্ট্রি দিয়ে Login করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম ও অন্যান্য তথ্যসহ রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম **website**-এ প্রদর্শিত হবে।

কলেজ ও কোর্স পছন্দক্রম নির্ধারণ	রিলিজ **স্লিপে** আবেদনের জন্য College Selection option এ গিয়ে আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী কলেজ Select করলে ঐ কলেজের কোর্সভিত্তিক শূন্য আসনের তালিকা ও তার Eligible কোর্সের তালিকা দেখতে পাবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী তার Eligible কোর্সের তালিকা থেকে নতুন করে পছন্দক্রম নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিবে। এভাবে একজন আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাঁচটি কলেজে পর্যায়ক্রমে কোর্স পছন্দক্রম নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিয়ে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ করবে।
আবেদন ফরম চূড়ান্তকরণ	সঠিক তথ্যসহকারে ফরম পূরণ করে **Submit Application** অপশনে ক্লিক করলে আবেদনকারী তার নাম, ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের রোল নম্বর, পিন কোড ও কলেজের নাম ও কোর্স পছন্দক্রমসহ একটি নতুন আবেদন ফরম **website**-এ দেখতে পাবে। উক্ত ফরমটি Download করে **A4** (8.5"×11") অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট (Print) নিতে হবে তবে **এটি সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে জমা দিতে হবে না**।
রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম বাতিলকরণ	রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম চূড়ান্ত করণের পরও যদি কোন শিক্ষার্থী তার আবেদন ফরমে কলেজ/কোর্স পছন্দক্রম সংশোধন বা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হলে তাকে Applicant's Login (Degree Pass) অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন কোড এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীকে Form Cancel option এ গিয়ে Click to Generate OTP অপশনটি ক্লিক করতে হবে। এ সময়ে শিক্ষার্থী তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে One Time Password (OTP) পাবে। এই OTP এন্ট্রি দিয়ে শিক্ষার্থী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে আবেদনকারীকে তার ব্যক্তিগত সঠিক মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল (যদি থাকে) সর্তকতার সংগে আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে।
রিলিজ স্লিপের ফলাফল	রিলিজ স্লিপের ফলাফল নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করা হবে। রিলিজ স্লিপে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের কোর্স পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না।
ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও ভর্তি	**শিক্ষার্থী রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে তার নির্বাচিত কলেজে বিষয় বরাদ্দ পেলে website-এর Applicant's Login (Degree Pass) অপশনে গিয়ে ভর্তির আবেদন ফরম প্রিন্ট করবে।** এই আবেদন ফরমের সংগে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি ও ভর্তি **ফি** সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। **রিলিজ স্লিপে ভর্তির আবেদন ফরমের** একটি কপি অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীলসহ কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে ফেরত দিবে ।

১০। কলেজ কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়সমূহ

ধাপসমূহ	করণীয়
সংশ্লিষ্ট কলেজের User ID, Password ও One Time Password (OTP) সংগ্রহ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত User ID ও Password দিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজ তাদের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য **Login** করবে। প্রাথমিক আবেদন ফরম ও ভর্তি নিশ্চয়নের সময় Click to Generate OTP অপশনে গিয়ে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে SMS ও email এর মাধ্যমে/কলেজ ই-মেইল এর মাধ্যমে One Time Password (OTP) পাবে। এই OTP ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চয়ন করা যাবে। এ লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভর্তির কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট দুই জন দায়িত্বশীল শিক্ষকের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বরাবর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।
প্রাথমিক আবেদন ফরমে সঠিক তথ্য ও ছবি যাচাই	কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ণের পূর্বে আবেদন ফরমে প্রদর্শিত প্রার্থীর সকল তথ্য ও ছবি যাচাই করে নিতে হবে। কোন প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রার্থীর তথ্য বা ছবির অসংগতি পাওয়া গেলে কলেজ কর্তৃক আবেদন ফরমটি নিশ্চয়ন না করে প্রার্থীকে অনলাইনে আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন করার পরামর্শ দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রার্থীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন ফরম/ ভর্তি বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফরম সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফরম সংগ্রহ করবে এবং নির্ধারিত **ফি বাবদ ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা** জমা রেখে প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করবে। **কলেজ কর্তৃক কোন প্রার্থীর প্রাথমিক আবেদন ফরম চূড়ান্ত করা না হলে ঐ প্রার্থীর মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে না।**
প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে এন্ট্রি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে Login অপশনে গিয়ে Admission Approval (Degree Pass) মাধ্যমে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক কোন প্রাথমিক/চূড়ান্ত আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করা না হলে সেই শিক্ষার্থীকে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিটি কলেজ এন্ট্রিকৃত আবেদনকারীদের তালিকা website-এ দেখতে পারবে।
ভর্তির প্রাথমিক আবেদন 'ফি'র নির্ধারিত অংশ "সোনালী সেবা" এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অংশ [প্রতি শিক্ষার্থী থেকে প্রতি ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হরে] যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ Login এর মাধ্যমে Application Payment Info (Degree pass) অপশনে ক্লিক করে Pay Slip ডাউনলোড করবে। এ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (পাস) ভর্তির প্রাথমিক আবেদন (ভর্তি ফান্ড) ফি'র সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১০০০৩২৪৫৯ উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করবে।

১১। ভর্তির বিষয়ে কলেজের করণীয়

ধাপসমূহ	করণীয়
ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই	সংশ্লিষ্ট কলেজকে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফরমে প্রদর্শিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল, শিক্ষা বোর্ড, জি.পি.এ. ও জন্ম তারিখ শিক্ষার্থীর দাখিলকৃত নম্বরপত্রের সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে। কোন শিক্ষার্থীর তথ্যগত অসংগতি বা ত্রুটিপুর্ণ ছবি পরিলক্ষিত হলে ভর্তি নিশ্চয়ন না করে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বিষয়টি ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বরাবর লিখিতভাবে অথবা ই-মেইল এর মাধ্যমে জানাতে হবে।
শিক্ষার্থীদের অনলাইনে এন্ট্রি নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট কলেজকে মেধা তালিকা, বিষয় পরিবর্তন, রিলিজ স্লিপে ও কোটায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব কোর্সে ভর্তি নিশ্চয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক কোন শিক্ষার্থীর এন্ট্রি website-এ নিশ্চিত করা না হলে উক্ত শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইস্যু করা হবে না।
ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ফিসের হার	i) শিক্ষার্থী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি = ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা ii) শিক্ষার্থী প্রতি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ফি = ২০/- (বিশ) টাকা iii) শিক্ষার্থী প্রতি বিএনসিসি ফি = ৫/- (পাঁচ) টাকা iv) শিক্ষার্থী প্রতি রোভার স্কাউট ফি = ১০/- (দশ) টাকা মোট = **৪৮৫ (চারশত পঁচাশি) টাকা** শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি বাতিল ফি = ৭০০/- (সাতশত) টাকা

ভর্তি ফি'র নির্ধারিত অংশ সোনালী সেবার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অংশ [প্রতি শিক্ষার্থী থেকে ৪৮৫ (চারশত পঁচাশি) টাকা হারে] যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ Login এর মাধ্যমে Admission Payment Info (Degree pass) অপশনে ক্লিক করে Pay Slip ডাউনলোড করবে। Pay Slip এ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (পাস) "রেজিস্ট্রেশন ফি" খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১০০০০০১৩৪ উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করবে।

(প্রফেসর ড. মোবাশ্বেরা খানম)
ডীন (ভারপ্রাপ্ত), স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল
ও
সদস্য সচিব
১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা মূল কমিটি, ২০১৫-২০১৬
(ফোন : ৯২৯১০৬৮)

© কপি-রাইট: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৪